বিদ্যমান সহিংস রাজনৈতিক ও নির্বাচনী সংস্কৃতির পরিবর্তন আবশ্যক

চরম উত্তেজনাকর পরিস্থিতির মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এ নির্বাচনে নবম সংসদের প্রধান বিরোধী দল ও তার জোট অংশ নেয় নি। নির্বাচন প্রতিহত করবার তাদের ঘোষণা এবং লাগাতার হরতাল-অবরোধের মাধ্যমে দেশব্যাপী যে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তা সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে ভয়াবহ এক ভীতিবোধের জন্ম দেয়। প্রধান বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে ১৫৩ আসনের প্রার্থীই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এমপি নির্বাচিত হন। এরকম অস্থিরতার মধ্যেই ৫ জানুয়ারি ২০১৪ বাকি আসনগুলোতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে ভোটকেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি কম হলেও অনেকেই নাগরিক হিসেবে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে জাতীয় পার্টিকে বিরোধী দল করে দশম জাতীয় সংসদ এবং তৃতীয়বারের মতো শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সরকার গঠিত হয়। একটা শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতি থেকে বের হয়ে আসে দেশ ও দেশের মানুষ।

এই অনুচ্ছেদে যত সরলভাবে ঘটনাটি বর্ণনা করা হলো, বস্তুত পুরো প্রক্রিয়াটা ততটা সরল ছিল না। নির্বাচনকে সামনে রেখে সৃষ্ট গোলযোগে দেশের সাধারণ মানুষ রীতিমতো জিম্মি হয়ে পড়ে। নিরাপত্তাহীনতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে যে, নিতান্ত বাধ্য না হলে নাগরিকদের কেউই ঘরের বাইরে বের হওয়ার ঝুঁকি নিচ্ছিলেন না। রাস্তাঘাট কেটে যাতায়াত ব্যবস্থা পণ্ড করা থেকে শুরু করে যাত্রীবাহী বাস, সিএনজি, পুলিশের গাড়ি, কাভার্ড ভ্যানে পেট্রোল বোমা মেরে নির্মমভাবে মানুষ পুড়িয়ে মারা, ট্রাকভর্তি গরু পুড়িয়ে মারা, দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় নৃশংসভাবে পিটিয়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মারা এবং গাছপালা কাটার যে বীভৎসতা আমরা দেখেছি তা নজিরবিহীন। এই বীভৎসতায় বিরোধী জোটের অংশ যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত দল জামায়াতে ইসলামীসহ বিভিন্ন জঙ্গি ধর্মান্ধ গোষ্ঠীর ভূমিকা ছিল সবেচেয়ে বেশি সহিংস।

এই-ই শেষ নয়, নির্বাচনকে সামনে রেখে ও নির্বাচনের পরে দেশের উত্তর ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলোর সর্বত্র, বিশেষ করে এতদাঞ্চলের সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলের বসতবাড়ি, উপাসনালয় ও সাধারণ নারী-পুরুষের ওপর যে ধরনের বীভৎস হামলা চালানো হয়, তাকে কোনো বিবেচনায়ই গ্রহণযোগ্য ভাববার সুযোগ নেই। কিছুতেই আমরা এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি চাই না।

আমরা রাজনীতিকে মানুষের কল্যাণে পরিচালিত দেখতে চাই; কারণ রাজনীতি জনগণের জন্য ও জনগণকে নিয়ে। কিন্তু প্রতি পাঁচ বছর অন্তর আমরা সাধারণ নারী-পুরুষ-শিশুরা যে পরিস্থিতির মুখে পড়ি, তাতে আমাদের রাজনীতিবিদরা জনগণকে ভোটার ছাড়া আর কোনোভাবে আমলে নেন বলে মনে হয় না। আমাদের ক্ষমতাসীনদের প্রধান ধ্যানজ্ঞান ক্ষমতাকে চিরস্থায়ী করা আর বিরোধীদের একমাত্র লক্ষ্য যেকোনো মূল্যে ক্ষমতায় আরোহণ করা। এই দ্বান্দ্বিক পরিস্থিতির মধ্যে চিড়েচ্যাপটা জনগণকে নির্বিচারে জীবন দিতে হয়।

এদিকে রাজনৈতিক দলগুলোর পাশাপাশি সুশীল সমাজ/এলিট গোষ্ঠীর মধ্যেও নির্বাচন নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষ বিভাজন তৈরি হয়। এছাড়া, বিদেশি দূতাবাস ও দাতাসংস্থাসহ বিভিন্ন গোষ্ঠী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দুটো রাজনৈতিক দলের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি-বিষয়ক কথাবার্তা ও বিভিন্ন তৎপরতায় উর্ধ্বশ্বাস সময় অতিবাহিত করেন। কিন্তু দুঃখজনকভাবে কেউই নিরাপত্তাহীন জনগণ, বিশেষ করে দরিদ্র, নারী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরির ব্যাপারে টুঁ শব্দটিও করেন না।

আমাদের পরিপূর্ণ সংবিধান আছে, নির্বাচনী আইন আছে, নির্বাচন পরিচালনার জন্য স্বাধীন নির্বাচন কমিশন আছে। কাজেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন থেকে শুরু করে অন্য সব নির্বাচন কখন কীভাবে হবে তার সুস্পষ্ট রূপরেখাও নির্ধারিত আছে। ক্ষমতাসীন ও প্রধান বিরোধীসহ সকল রাজনৈতিক দল ও তার অনুসারীরা সংবিধান ও আইন লঙ্ঘন করবার দিকে না ঝুঁকলে এবং নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ নির্বাচন কমিশন তার দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করলে কিছুতেই সাধারণ জনগণের এরকম শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় পড়বার কথা নয়।

বলাই বাহুল্য যে, সাধারণ মানুষ ক্রমশ আমাদের রাজনীতি, রাজনৈতিক দল, রাজনীতিবিদ ও সুশীল সমাজের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছে। রাষ্ট্রের নাগরিকদের মনের শেষ শ্রদ্ধাটুকুও ধুয়েমুছে দিতে না চাইলে বিদ্যমান সহিংস রাজনৈতিক ও নির্বাচনী সংস্কৃতির পরিবর্তন আনয়নে উদ্যোগ গ্রহণ অত্যাবশ্যক। আশা করি, জনগণের পক্ষে আমাদের এই রোদন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মূল্যবান কর্ণ স্পর্শ করতে সক্ষম হবে!